MAY 30 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কলেজ লাইব্রেরিগুলোর জন্য এবারো অপ্রয়োজনীয় ও নিম্নমানের বই

মানস ঘোষ : নকল কিংবা পাইরেটেড না হলেও কলেজ লাইব্রেরির জন্য নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় এবারও যথারীতি রয়েছে নিম্নমানের বই। তালিকার প্রায় পুরোটাই ঠাসা গল্প, উপন্যাস আর কবিতা দিয়ে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ্যসহায়ক বইয়ের দিকে নজরই দেওয়া হয়নি। এমনকি কালো তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বইও মনোনীত হয়েছে। বই নির্বাচন সঠিকভাবে না হওয়ায় ১৪৫টি কলেজ কোনো বইই পাচ্ছে না।

তালিকা জুড়ে এবার রয়েছে শুধু ঢাউশ ঢাউশ বেশি দামের রচনা সংগ্রহ, রচনা সমগ্র, রচনাগুচ্ছ, নির্বাচিত রচনা ইত্যাদি। একজন লেখকের ৫টির বেশি বই নির্বাচন না করার কথা থাকলেও সমগ্রের নামে গ্রহণ করা হয়েছে ১৫-২০টা বই। বাছাই কমিটির একজন সদস্যের এ পর্যন্ত প্রকাশিত ২৮টি কবিতার বইয়ের একটি সংকলন তালিকায় জায়গা করে নিলেও বড়ো মাপের কবিরাও উপেক্ষিত হয়েছেন।

ঐতিহ্যবাহী অনেক প্রকাশনা সংস্থার বই মনোনীত হয়নি। অথচ নাম-ঠিকানাহীন বা বাসাবাড়ির ঠিকানায় গজিয়ে ওঠা মৌসুমি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের বই তালিকায় স্থান পেয়েছে। এমনকি সেনানিবাসের এরিয়া সদর দপ্তরের নামে প্রকাশিত বইও তালিকায় রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত বছর কালো তালিকাভুক্ত করা ৩টি প্রতিষ্ঠানের বইও রয়েছে এবারের তালিকায়।

চলতি অর্থবছরে কলেজ লাইব্রেরিগুলোর জন্য বই কেনার কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রস্তুতকৃত তালিকায় ১৩১টি প্রকাশনা সংস্থার ৪০৭টি বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বইয়ের তালিকা তৈরির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে কমিটি গঠন করে তাতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ, ড. শরিফুদ্দিন আহমদ, কবি নূরুল হুদা এবং

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

জ লাইব্রেরিগুলোর জন্য এবারো অপ্রয়োজনী

ম পাতার পর

াংবাদিক সোহরাব হাসান। কমিটির সভাপতি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরি
আব্দুল কুদ্দুস এবং সদস্য সচিব ছিলেন উপসচিব কনক কান্তি বড়ুয়া।
ই বাছাই কমিটির অন্যতম সদস্য ড. আনিসুজ্জামান গত রাতে ভোরের কাগজ
ছেন, ৪০০ বইয়ের মধ্যে কিছু নিম্নমানের বই যেতে পারে তবে সার্বিকভা
লেখকের বই নির্বাচনের চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন, তালিক
সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক বই আরো বেশি যেতে পারতো।
পন্যাস, গল্প, কবিতার আধিক্য সম্পর্কে ড. আনিসুজ্জামানের মন্তব্য- 'প্রকল্প
ীল সাহিত্যের বইকেনার জন্য। পাঠ্য সহায়ক গ্রন্থ কেনার জন্য অন্য প্রকল্প থাব
ীল বইই বেশি বাছাই করা হয়েছে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কালো তালিকাভুক্ত ৩
ানের বই বাছাই প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'ওদের বই বেশি নেওয়া হয়
া মন্ত্রণালয়ই ওদের বই অনুমোদনের আগে বাতিল করতে পারতো।'
বশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শ
ন, কমিটির সদস্যদের দেওয়া তালিকায় এবার কোনো হাত দেওয়া হয়নি।
ত তালিকার সাফল্য ব্যর্থতা দুইই কমিটির সদস্যদের।
মিটি মোট ১০টি সভা করে বরাদ্দ ৩ কোটি টাকার বই কেনার জন্য তালিক
করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এবার মোট ৭৪৫টি কলেজে বই পাঠানোর ব
লও কমিটির সুপারিশে ৬০০ কলেজে বই যাচ্ছে।
ন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বরাদ্দকৃত অর্থ সংকুলান না হওয়ায় ১৪৫টি কলেজ
ছে। তবে সূত্র দাবি করেছে, কমিটি সমগ্রের নামে প্রচুর মোটা মোটা বই কে
সচেতন থাকলে আরো অন্তত ৫০টি কলেজকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রকল্পের মাধ্যমে গত ৩ বছরে দেশের অধিকাংশ কলেজে
ব্রেরিতেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বই পৌঁছেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি বই কে
চি বাস্তবায়ন হয়ে আসছে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে।
৩০৭টি নির্বাচিত বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের ৪টি, পরিবেশ বিষয়ক ২টি, স্বাস্থ্য বিষ
এবং কম্পিউটার বিষয়ক ২টি বই স্থান পেয়েছে। অথচ এই তালিকাতেই কবি
য়েছে ৭৫টি। এই ৭৫টির আড়ালে আবার স্থান পেয়েছে প্রায় ২০০ কবিতার বই
এ ছাড়াও গল্প, উপন্যাস প্রায় ৯০টি, প্রবন্ধের বই প্রায় ৪৫টি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক
, স্মৃতিকথা ১০টি, সাহিত্য সমালোচনা ১২টি, ইতিহাসের বই ১২টি, বঙ্গব
৬টি বইসহ অন্যান্য বিষয়ের আরো অল্প কিছু বই নির্বাচন করা হয়েছে। উপো
ছ অনুবাদসহ গবেষণামূলক বই।
এবারের তালিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এতে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ মন্ত্রীদের
ন করা হয়নি। তালিকায় বেশ কিছু সাংবাদিকের বই রয়েছে। আমলা লেখক
কিছু বই নির্বাচিত হয়েছে যেগুলোর মান নিয়ে সংশ্লিষ্টরা ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছে
মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব খুরশীদ আলমের উপন্যাস 'সময় ও অসম
ষ্ট মন্ত্রণালয়ের ইকতিয়ার চৌধুরীর 'সবুজ দিনের লালকাব্য' ইত্যাদি উল্লেখযোগ
কমিটির সদস্য কবি নূরুল হুদার ২৮টি কাব্যের সংকলন 'হাজার কবিতা' নামে
'আগামী' প্রকাশনী থেকে বের হয়েছিল। গত বছর তালিকায় বইটি স্থ
য়েছিল। এবার ৬০০ টাকা মূল্যের একই বই 'কাব্য সংগ্রহ' নামে কাকলী প্রকা
ক বের করে তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। নূরুল হুদার আরেকটি কবিতার
য়ানগর কাব্য' এবারের তালিকায় নির্বাচিত হয়েছে।
ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনী সংস্থা খান ব্রাদার্স, ক্যাবকেসহ বেশ কিছু পুরোনো সংস্থার
র তালিকায় আসেনি। অথচ বাসাবাড়ির ঠিকানায় গজিয়ে ওঠা প্রকাশনীগুলোর
চন করা হয়েছে।
এরমধ্যে রয়েছে এম এ হক ফাউন্ডেশন (অভয় দাস রোড), কবি জসীমউদ্
ষদ (ঠিকানা নেই), কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী (সেন্ট্রাল রোড), নিখিল প্রকাশন (লালব
ন প্রকাশনী (তেজগাঁও শিল্প এলাকা), বুলবুল হাউজ (মগবাজার), ফে
লিকেশন্স (ঠিকানা নেই) ইত্যাদি। প্রকাশনাগুলোর আদৌ অস্তিত্ব আছে কি
সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছেন।
সৃজনশীল প্রকাশনার বাইরে লেখকের ব্যক্তিগত প্রকাশনার নামেও বই মনে
ছে। এ রকম বইয়ের সংখ্যা ১৫। ব্যক্তিগত প্রকাশনার অধিকাংশ বই নিম্নমা
টির একজন সদস্য জানিয়েছেন, এর মধ্যে অসুস্থ গল্পকার কমল মজুমদারের ১টি
বুল হক ইবনের দুটি কাব্যগ্রন্থ মানবিক কারণে মনোনীত হয়েছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পে নিম্নমানের, পাইরেটেড, অশ্লীল বই সরবর
য়োগে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে